দৈনিক ইনকিলাব

JUN 04 2002

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি খুমি এবং মুরুদের দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে না?

হাসান আল শফী ● শাহানুর আলম

বাংলাদেশে অনেকগুলো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে, যাদের মাঝে খুমি এবং মুরুরা আদিবাসী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে এবং যারা অনগ্রসর ও সরল সমাজের আদিবাসী। ফলে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা এবং প্রযুক্তি হতে পিছিয়ে রয়েছে। শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে উপজাতি কোটার ব্যবস্থা থাকলেও গভীর অরণ্যবাসী খুমিরা এই সুযোগ গ্রহণ করার মত অবস্থায় পৌছাতে পারেনি। পার্বত্য জেলার খুমি এবং মুরু নৃগোষ্ঠী হতে এখন পর্যন্ত কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়নি। যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপজাতি ভর্তির কোটা রয়েছে। খুমিদের মধ্য থেকে এবারই একজন বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করল এবং মুরুদের ক্ষেত্রেও তাই। নৃবিজ্ঞানী হিসেবে ক্ষুদ্র সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে লেলুং খুমি এবং কাইং মুরু নামক দু'জন ছাত্রের সাথে সম্পর্ক হয়। তারা দু'জনই আশা করছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করবে। যদিও তাদের মোট নম্বর দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরমও তোলা যাবে না। তারপরও তাদের আশার কারণ হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২তম উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ এই নৃগোষ্ঠীদের এক অনুষ্ঠানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, খুমি এবং মুরু ছাত্ররা যদি কোন রকমে এইচএসসি পাশ করতে পারে তবে তাদেরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় উপজাতি কোটার মাধ্যমে ভর্তির সুযোগ দেয়া হবে। কেননা, খুমি এবং মুরু ছাত্ররা গভীর অরণ্য পরিবেশ থেকে এসে অন্যান্য অগ্রসর নৃগোষ্ঠীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঠিকতে পারবে না এবং যেহেতু এখন পর্যন্ত কোন খুমি এবং মুরু নৃগোষ্ঠীর সন্তান বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পায়নি। আমাদেরকে এ বিষয়টি অবহিত করে বান্দরবানের খুমি এবং মুরু নৃগোষ্ঠীরা। পরবর্তীতে ঢাকা এসে আমরা সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ স্যারের সাথে যোগাযোগ করলে তিনিও এ বিষয়ে একই কথা জানান যে, খুমি এবং মুরুদের প্রতি তার কমিটমেন্ট ছিল যে, তাদেরকে উপজাতীয় কোটায় বিশেষ ব্যবস্থায় ভর্তির সুযোগ দেয়া।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফরম বিতরণকালীন সময়ে লেলুং খুমি এবং কাইং মুরু দু'জন ছাত্রই ভর্তির ফরম কিনে কিন্তু তাদের ভর্তি ফরম জমা নেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে আমরা সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের ডীনের শরণাপন্ন হলে তিনি জানান যে, এ বিষয়ে কিছু করার ক্ষমতা একমাত্র উপাচার্যই রাখেন।

**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২তম উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ এই নৃগোষ্ঠীদের এক অনুষ্ঠানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, খুমি এবং মুরু ছাত্ররা যদি কোন রকমে এইচএসসি পাশ করতে পারে তবে তাদেরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় উপজাতী কোটার মাধ্যমে ভর্তির সুযোগ দেয়া হবে। কেননা, খুমি এবং মুরু ছাত্ররা গভীর অরণ্য পরিবেশ থেকে এসে অন্যান্য অগ্রসর নৃগোষ্ঠীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঠিকতে পারবে না এবং যেহেতু এখন পর্যন্ত কোন খুমি এবং মুরু নৃগোষ্ঠীর সন্তান বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পায়নি। আমাদেরকে এ বিষয়টি অবহিত করে বান্দরবানের খুমি এবং মুরু নৃগোষ্ঠীরা।**

খুমি এবং মুরু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মাঝে সংখ্যালঘু হিসেবে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর কাছে প্রত্যাশা করে তাদেরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগদানের বিষয়টি। তাদের এই প্রত্যাশা যেমন একজন উপাচার্যের কাছে তেমন একজন নৃবিজ্ঞানীর কাছেও বটে।

খুমি এবং মুরু সংখ্যালঘুর মাঝে সংখ্যালঘু, বঞ্চিতদের মাঝে বঞ্চিত, শোষিতদের মাঝে শোষিত। তাদের মাঝে এখনো শিক্ষার আলো পৌছেনি। অতএব উপজাতি কোটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ তাদেরই যথাযথ প্রাপ্য।